র্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষস্থ এই দোষ সকল নিরাকরণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন। জ্ঞান বিষয়ে পুরুষের অনায়ত্ত প্রযুক্ত প্রতিপত্তি বিধি সম্ভব হয় না, আর কেবল অনুষ্ঠেয় শাসন হেতু যে বেদান্ত সকল শাস্ত্র হয় এমত নহে, সিদ্ধ বস্তু বর্ণনেতেও তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়, এবং শ্রবণ জ্ঞানের পূর্ব্বেতেও অসম্ভাবনাদি নিবৃত্তির নিমিত্তে মননাদি বিহিত হইতে পারে, অতএব বেদান্ত সকল পরব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, হে শিষ্য! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎমাত্র ছিলেন, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে আমি প্রজা রূপে বহু হইব, পরে তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সাংখ্যেরা বলে যে এস্থলে সর্ব্ব জগৎ কারণ রূপে প্রধানই বর্ণিত হয়, ব্রহ্ম নহেন। যেহেতু সত্ত্বগুণ যুক্তত্ব ও পরিণামিত্ব হেতু জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি প্রধানেরই সম্ভব হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন। প্রধান অচেতন; ঈক্ষণ অর্থাৎ সংকল্প করা কখন অচেতনের সম্ভব হয় না, অতএব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই এস্থলে সর্ব্ব জগৎ কারণ। জ্ঞান ক্রিয়াশক্তিও ব্রহ্মেতে মায়া দ্বারা কল্পিত হয়। এস্থলে অন্যান্য শ্রুতিতে যে আত্মশব্দ প্রয়োগ আছে তাহা কখন-

ই অচেতন প্রধান পক্ষে সঙ্গত হয় না, অতএব চেতন ব্রহ্মই সর্ব্বজগৎ কারণ। ৫ ।

ষষ্ঠাধিকরণের প্রথম বর্ণক

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেহ,প্রাণ,মন,বুদ্ধি,আনন্দ রূপ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়,এই পঞ্চ কোষ উক্ত হইযাছে। ইহার মধ্যে সকলের অভ্যন্তরস্থ আনন্দময়কে জীবাত্মা বলা যায় কি পরমাত্মা বলা যায়? এইরূপ সংশয়ে প্রথমত জীবাত্মা বলিয়াই তাঁহাকে নির্ণয় করা যায়, যেহেতু আনন্দের বিকার আনন্দময় এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অবিকৃত পরমাত্মাতে সম্ভূত নহে, আর প্রিয় মোদ প্রমোদাদি অবয়ব সকলও নিরবয়ব পরব্রহ্মেতে যুক্ত হয় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। আরোপিত দোষ সকল নিরাকরণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন। পরব্রহ্মই আনন্দময়, যেহেতু সকল বেদান্তের তাৎপর্য্য সেই পরব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত হয়। আর আনন্দ প্রচুর আনন্দময় এই প্রকার ব্যুৎপত্তি তাঁহাতে সম্ভব হয়, ও প্রিয়মোদ প্রমোদাদি অবয়ব সকলও উপাধিকৃত রূপে নির্ণয় করা যায় ।। ৬ ।।

ষষ্ঠাধিকরণের দ্বিতীয়বর্ণক

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে পরব্রহ্ম আনন্দময় জীবের পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপ হয়েন। সেই পুচ্ছ ব্রহ্ম আনন্দময়ের অঙ্গ হয়েন কি স্বয়ং প্রধান হয়েন, এই

রূপ সংশয় হইলে, প্রথমে ইহা নিশ্চয় হয় যে পুচ্ছকে আনন্দময়ের অবয়ব বলা যায়,যেহেতু পুচ্ছ শব্দ অবয়ববাচী ইহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই, যে পুচ্ছ শব্দ অবয়ববাচী নহে, কিন্তু লাঙ্গূলবাচী, তাহাতে আনন্দময় জীবের লাঙ্গূল সম্ভব না হওয়াতে সুতরাং মুখ্যার্থ অসম্ভবে আধার রূপ গৌণার্থ স্বীকার করা যায়, অতএব " আনন্দময় আত্মা " এই শ্রুতিতে যে পুচ্ছ উক্ত হইয়াছে তাহাতে স্বপ্রধান রূপে পরব্রহ্মই নিরূপিত হয়েন, এবং তিনিই জীবের আধার হয়েন ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৬॥

সপ্তমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে উদ্গীথ উপাসনাতে অঙ্গ উপাসনা কথনানন্তর প্রধান উপাসনা নির্ণয় করিবার নিমিত্তে উক্ত হইয়াছে, আদিত্য মণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ আছেন, তিনিই উপাস্য। ইহাই এস্থলে বিচার যোগ্য বাক্য। তাহাতে সেই পুরুষ জীব কি ঈশ্বর? এই প্রকার সন্দেহে, প্রথমতঃ ইহাই প্রতীত হয় যে বিদ্যা বা কর্ম্ম দ্বারা দেবতা ভাব প্রাপ্ত কোন জীব সেই আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ হয়েন, যেহেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদা, আধার, ও রূপবত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং তাহা ঈশ্বরেতে সম্ভব হয় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে আদিত্য মণ্ডলের অন্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষ ঈ-

শ্বর হয়েন, যেহেতু সেস্থলে তাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব উক্ত হই-য়াছে, তাহা কেবল ঈশ্বরেতেই মুখ্য রূপে উপপন্ন হয়, আর সর্ব্বপাপ রাহিত্যাদি ধর্ম্মও ঈশ্বর ব্যতীত সম্ভবে না। ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদা প্রভৃতি যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা উপাধি ধর্ম্ম রূপে ঈশ্বরেতেও সম্ভব হয়, অতএব ঈশ্বরই আদি-ত্যান্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষ। ৭।

অষ্টমাধিকরণ

পূর্ব্বোক্ত হিরণ্ময় বাক্যের পর বাক্যে শালাবত্য মহর্ষির প্রশ্নেতে প্রবাহন রাজা উত্তর করেন, যে আকাশই সকল লোকের আধার, সমুদায় ভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেতে বিলীন হয়, আকাশই সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং আকাশই পরমগতি। এস্থলে আ-কাশ শব্দে ভূতাকাশ কি পরব্রহ্ম উক্ত হয়? এইরূপ সন্দে-হে, সর্ব্বভূতের লয় ও উৎপত্তি ভূতাকাশে সম্ভব হেতু তাহাই প্রথমতঃ স্থির করা যায়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এত-দ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, পরব্রহ্মই এস্থলে আকাশ শব্দের বাচ্য হয়েন, যেহেতু সর্ব্বভূতোৎপত্তি স্বীকার করাতে বিয়ৎ সহিত সকল ভূতের উৎপত্তিই অঙ্গীকা-র করা হইয়াছে, আর কেবল আকাশ হইতেই সর্ব্ব-ভূত উৎপন্ন হয় ইহা বলাতে সুতরাং সহকারি কারণা-ন্তর নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা বিয়ৎ পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না, যেহেতু ঘটোৎপত্তিতে বিয়ৎ ভিন্ন মৃত্তিকাদি

কারণান্তর দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে সে সকলই সঙ্গত হয়, অতএব পরব্রহ্মই এস্থলে আকাশ শব্দ বাচ্য হ-য়েন ৷ ৮ ৷

নবমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে প্রস্তাব নামক সাম উপাসনায় প্রস্তোতার প্রশ্নেতে উষস্তি ঋষি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, যে প্রাণই প্রস্তাবের দেবতা, এই ভূত সকল সেই প্রাণেতেই অভিনিবেশ করে এবং সেই প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হয়, সেই প্রাণ দেবতাই প্রস্তাবেতে অনুগত ৷ ইহাই এ অধিকরণের বিচার যোগ্য বাক্য ৷ এস্থলে সেই প্রাণ শব্দে নাশিকান্তর্ব্বর্ত্তি বায়ু উক্ত হয় কি পরব্রহ্ম কথিত হয়েন? এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ ইহাই প্রতীত হয়, যে বায়ুই এস্থলে প্রাণ শব্দের বাচ্য, সুষুপ্তি কালে ইন্দ্রিয় সকল তাহাতে বিলীন হওয়াতে ভূতের অভিনিবেশ তাহাতেই সুসঙ্গত বলা যায় ৷ ইহা পূর্ব্বপক্ষ ৷ এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের দোষের নিরাকরণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন ৷ কেবল ইন্দ্রিয় মাত্রের বিলয় স্বীকার করিয়া প্রাণ শব্দে বায়ু গ্রহণ করিলে সর্ব্ব শব্দ ব্যর্থ হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত আকাশ শব্দের ন্যায় প্রাণ শব্দও ব্রহ্ম বাচক ৷ অন্যান্য শ্রুতিতেও স্পষ্টরূপে প্রাণ শব্দে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, যথা প্রাণের প্রাণ ইত্যাদি ৷৷ ৯ ৷৷

দশমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে গায়ত্রী বিদ্যাতে হৃদয়াকাশ জ্যোতির উপাসনা উপলক্ষ করিয়া উক্ত হইয়াছে, যে এই আকাশে যে জ্যোতি দেদীপ্যমান আছে ইহাই উপাস্য। এস্থলে দ্যুলোকেতে দীপ্যমান উপাস্য জ্যোতি কার্য্যরূপ তেজঃপদার্থ, কি পরব্রহ্ম? এই প্রকার সন্দেহে কার্য্যরূপ তেজই প্রথমতঃ প্রতীত হয়, যেহেতু তাহারই লক্ষণ সকল এস্থলে উক্ত হইয়াছে, এবং পরব্রহ্মের এস্থলে কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ব্রহ্মের এস্থলে সম্বন্ধ নাই ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য, যেহেতু এ সমুদায়ই পরব্রহ্মের প্রকরণ, আর ব্রহ্মের সর্ব্বাবভাসকত্ব প্রযুক্ত জ্যোতিঃ শব্দের প্রবৃত্তি তাঁহাতে অনুপপন্ন নহে, এবং তেজের যে সকল লক্ষণ এস্থলে উক্ত হইয়াছে তাহাও ঔপাধিকরূপে সম্ভূত হয়, অতএব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ শব্দের বাচ্য হয়েন। ১০।

একাদশাধিকরণ

কৌশীতকি উপনিষদে ইন্দ্র প্রতর্দন সংবাদে প্রতর্দনের প্রতি ইন্দ্রের উপদেশ, যে আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞা স্বরূপ, তুমি আমাকে অমৃতরূপে উপাসনা কর। এই বিষয় বাক্যেতে চারি প্রকার সংশয় হয়, অর্থাৎ এই প্রাণ শব্দ কি বায়ু প্রতিপাদক, কি ইন্দ্র বাচক, কি জীববোধক, কি ব্রহ্ম বাচক? এই প্রকার সংশয়ে কোন প্রবল

প্রমাণের অভাব হেতু কিছুই নির্ণয় হয় না। ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে এস্থলে ব্রহ্মেরই অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অন্য পক্ষত্রয়েতে সম্ভব হয় না, আর বায়ু প্রভৃতির যে সকল প্রমাণ আছে তাহাও ব্রহ্মেতে সঙ্গত হয়, অতএব এস্থলে ব্রহ্মই প্রাণ শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন, তাহার সন্দেহ নাই। ১১।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদ।

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদ

প্রথমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে উক্ত হইয়াছে, যিনি মনোময়, ও প্রকাশ স্বরূপ, এবং প্রাণ যাঁহার শরীর, তিনিই উপাস্য। এ বাক্যের প্রতিপাদ্য জীব কি ঈশ্বর? এইরূপ সন্দেহ হইলে প্রথমতঃ জীবকেই উপাস্য রূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায়, যে হেতু মনের বিকাররূপ সম্বন্ধ জীবেতেই সুসঙ্গত হয়, আর মনঃ প্রাণ বর্জিত ঈশ্বরেতে তাহা সঙ্গত হয় না, এবং হৃদয়ে অবস্থিতি ও অণু পরিমাণত্ব কখনই ঈশ্বরেতে সম্ভূত নহে, সুতরাং এস্থলে জীবই উপাস্য। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত পূর্ব্ব পক্ষের দোষ সকল নিরাকরণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন, 'এই সমুদায় জগৎ কেবল ব্রহ্ম মাত্র' এই প্রকার সম বিধি পর পূর্ব্ব বাক্যেতে উক্ত যে পরব্রহ্ম তিনিই উপাস্য, তাঁহাতে মনোময় প্রভৃতি বিশেষণ সকল অসম্ভূত নহে, যেহেতু সোপাধিক পরব্রহ্মেতেই উপাস্যরূপে চিন্তা দ্বারা

তাহা উপপন্ন হয়। অতএব সকল বেদান্তে যে পরব্রহ্ম উপাস্য রূপে উক্ত হইয়াছেন তিনিই এস্থলে উপাস্য হয়েন ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধিকরণ

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর শেষে উক্ত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতি সকল যাঁহার অন্ন স্বরূপ এবং মৃত্যু যাঁহার উপসেচন স্বরূপ, সেই পুরুষ কোথায় থাকেন তাহা কেহই জানে না। এস্থলে অন্ন এবং উপসেচন শব্দ থাকাতে কোন এক ভক্ষক পুরুষ প্রতীত হইতেছে, তাহাতে সেই ভক্ষক জীব, কি অগ্নি, কি ঈশ্বর? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ জীবকেই গ্রহণ করিতে হয়, কারণ জীবের কর্ম্মফল ভোক্তৃত্ব শ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা অগ্নিকে ভোক্তা বলা যায়, যেহেতু অগ্নিরও ভোক্তৃত্ব আছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শব্দে এস্থলে সমুদায় জগৎ লক্ষিত হয়, অতএব তাদৃশ ভোজ্যের ভোক্তা ঈশ্বর ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, আর নচিকেতার ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নে যম তাহাই উত্তর দিয়াছেন, অতএব ঈশ্বরই এস্থলে প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধিকরণ

কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর প্রথমেতে উক্ত হইয়াছে যে সুকৃত কর্ম্মের ফলভূত যে ব্রাহ্মণাদি শরীর তাহাই

পরব্রহ্মের পরম উপলব্ধি স্থান, তাদৃশ শরীরের মধ্যে অবস্থিত হৃদয় পুণ্ডরীকে প্রবিষ্ট, কর্ম্মফল ভোক্তা, ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব দুই পুরুষ আছেন। তাঁহারা দুই জন কি বুদ্ধি ও জীব, বা জীব ও ঈশ্বর? এইরূপ সন্দেহ হইলে প্রথমতঃ বুদ্ধি ও জীবকেই স্বীকার করিতে হয়, যে হেতু পরিচ্ছিন্ন স্বভাব বুদ্ধি জীবের হৃদয় পুণ্ডরীকে প্রবেশ সম্ভব হয় এবং জড় ও চেতন রূপে বৈলক্ষণ্যও স্বীকার করা যায়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এই সকল পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, উক্ত বিষয় বাক্যেতে যে দ্বিবচন আছে তাহাতে দুই চেতন পদার্থ প্রতীত হইতেছে, অতএব চেতন স্বরূপ জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই এ বাক্যের প্রতিপাদ্য হয়েন, তদুভয়ের চেতনত্ব সমান হইলেও সোপাধিক ও নিরুপাধিক রূপে বৈলক্ষণ্য সম্ভব হয় ॥ ৩ ॥

চতুর্থাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে উপকোশল বিদ্যাতে উপকোশলের প্রতি সত্যকাম ঋষি উপদেশ করিয়াছেন, হে উপকোশল! চক্ষুর অন্তর্গত যে পুরুষ দেখিতেছ, ইনিই পরমাত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। এই বিষয় বাক্যেতে চারি প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ ছায়া পুরুষকেই এ বাক্যের প্রতিপাদ্য বলা যায়। অথবা জীবকেই স্বীকার করা যায়, যেহেতু রূপ

দর্শন সময়ে চক্ষুতে তাঁহার অবস্থিতি হয়। কিম্বা আদিত্যাদি দেবতার চক্ষু প্রবেশ হেতু তাঁহাকে দেবতা বলা যায়। অতএব ছায়া,বা জীব,বা দেবতা, ইহার মধ্যে যে কেহ হউক ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য হয়েন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষীয় দোষের সমাধান পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন। যেহেতু সুখ স্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ ইহা পূর্ব্ব বাক্যে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকেই চক্ষুতে উপাস্য রূপে উপদেশ করিয়াছেন আর জগদ্ভাসকত্বাদি গুণ সকল পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অতএব এস্থলে ছায়া বা জীব বা অন্য কোন দেবতা উপাস্য নহেন, পরব্রহ্মই এস্থলের উপাস্য ॥ ৪ ॥

পঞ্চমাধিকরণ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উদ্দালকের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করেন, সেই অন্তর্যামি অমৃত পুরুষ তোমার আত্মা। এই বাক্যেতে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়, অর্থাৎ এস্থলে স্বকার্য্যের নিয়ামক প্রধান অন্তর্যামী, বা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলের উৎপাদয়িতা জীব অন্তর্যামী, বা ঈশ্বর অন্তর্যামী, এই প্রকার সন্দেহেতে প্রধান বা জীব এ উভয়ের মধ্যে অন্যতরকে অন্তর্যামি বলিয়া নিরূপণ করা যায়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, এস্থলে

উক্ত যে অন্তর্যামী তাঁহার জীবের সহিত তাদাত্ম্য ও সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব শ্রুতিতে ব্যক্ত আছে, তাহা কখনই প্রধানের বা জীবের সম্ভব হয় না, অতএব ঈশ্বরই এস্থলে অন্তর্যামি শব্দের বাচ্য হয়েন, প্রধান বা জীব তাহা নহেন ।। ৫ ।।

ষষ্ঠাধিকরণ

মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সুবোধ তত্ত্বজ্ঞানিরা যে সর্ব্বভূত কারণকে সর্ব্বদা হৃদয়ে দেখেন, তিনি অব্যয় । এই বিষয় বাক্যে তিন প্রকার সংশয় হয়, অর্থাৎ এই ভূতযোনি অব্যয় প্রধান, কি জীব, কি ঈশ্বর ? তাহাতে প্রথমতঃ তাহাকে প্রধান বা জীবই বোধ হয়, যেহেতু বিশ্বাকারে পরিণমমান রূপে প্রধানের জগৎকারণত্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জীবের সংসার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় । ইহা পূর্ব্ব পক্ষ । এতদ্বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ এই উভয় শব্দ থাকাতে সামান্য রূপে ও বিশেষ রূপে সকল বস্তু জ্ঞাত হওয়া আর সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার স্বরূপ আলোচনা করা, ইহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের সম্ভবে না, সুতরাং ঈশ্বরই সর্ব্বভূত কারণ ইহা সিদ্ধ হইল ।। ৬ ।।

সপ্তমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে বৈশ্বানর বিদ্যাতে উক্ত হইয়াছে, যে বৈশ্বানর রূপ আত্মার উপাসনা করিবেক । উক্ত বিষয় বাক্যেতে এরূপ সন্দেহ হয় যে এই

বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা জাঠরাগ্নি, কি ভূতাগ্নি, কি আদিত্য, কি জীবাত্মা, কিম্বা পরমাত্মা উক্ত হয়েন। এইরূপ সংশয়ে প্রথমতঃ এই প্রকার স্থির হয় যে বৈশ্বানর শব্দ থাকাতে তদ্দ্বারা প্রথমোক্ত তিন পক্ষের একতর পক্ষ উক্ত হয়েন, অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্ম শব্দ থাকাতে তদ্দ্বারা জীবও উক্ত হয়েন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত দোষ নিরাকরণ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন, যে এস্থলে বৈশ্বানর শব্দে পরব্রহ্ম উক্ত হয়েন, যেহেতু শ্রুতিতে তাঁহার অসম্ভূত অবয়ব বর্ণিত হইয়াছে, যথা স্বর্গ তাঁহার মস্তক ইত্যাদি, এই প্রকার স্বরূপ ইশ্বর ব্যতীত অন্যের সম্ভব হয় না, অতএব এস্থলে বৈশ্বানর শব্দে পরব্রহ্মই উক্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদ।

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদ

প্রথমাধিকরণ

মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, মন এবং প্রাণ যাঁহার অধিষ্ঠানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল তাঁহাকেই জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, তিনিই সংসার পারের সেতু। এই বিষয় বাক্যেতে সন্দেহ এই, যে উক্ত সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূত বস্তু কি সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ত্ত, কি প্রধান, কিম্বা ভোক্তা জীব, অথবা ঈশ্বর? ইহাতে প্রথমতঃ স্মৃতি বল ও স্মৃতি বল এবং আত্ম শব্দ বলেতে পূর্ব্বোক্ত তিন পক্ষই সম্ভব হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত বিষয় বাক্যে আত্ম শব্দ প্রয়োগ থাকাতে হিরণ্যগর্ভ বা প্রধান তাহার প্রতিপাদ্য হইতে পারে না, আর উক্ত বাক্যে মক্ত পুরুষের প্রাপ্যত্ব বর্ণনা থাকাতে তাহা জীবেরও সম্ভবে না, অতএব উপক্রম, উপসংহার ও যুক্তি দ্বারা কেবল পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যের বাচ্য ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে সনৎকুমার নারদের প্রতি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠরূপে নাম প্রভৃতি বহু প্রকার তত্ত্ব উপদেশ করিয়া শেষেতে নিরতিশয় প্রধানের উপদেশ করিয়াছেন, যথা, যাঁহাতে অবস্থিতি হইলে আর অন্য বাহ্য বিষয় দেখা যায় না, শুনা যায় না ও জানাও যায় না, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিষয় বাক্যে দুই প্রকার সন্দেহ হয়, অর্থাৎ এই যে নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ, ইনি প্রাণ, কি পরমেশ্বর? তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রাণ বলিয়াই বোধ হয়, কারণ এস্থলে প্রাণ উপদেশের পর আর প্রতিবচন নাই, যেহেত প্রতি বস্তু উপদেশের পর নারদ বলিয়াছেন, যে 'ইহা হইতেও আর শ্রেষ্ঠ আছে' সনৎকুমার 'আছে' বলিয়া আর এক বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ শব্দের পর আর প্রতিবচন নাই, কেবল শ্রেষ্ঠ মাত্র, অতএব প্রাণই এ বাক্যের প্রতিপাদ্য। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত বাক্যেতে সত্য শব্দ দ্বারা প্রাণ শব্দের নিবৃত্তি করিয়া মখ্য শ্রেষ্ঠরূপ পরব্রহ্মকে পৃথক্ উক্ত করিয়াছেন, এবং উপক্রমেতেও আত্ম শব্দ প্রয়োগ আছে, অতএব অদ্বিতীয় পরমাত্মাই উক্ত বাক্যের বাচ্য হয়েন॥ ২ ॥

তৃতীয়াধিকরণ

বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে গার্গীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করিয়াছেন, হে গার্গি! যে এই অবিনাশি অক্ষরকে

ব্রাহ্মণেরা অভিবাদন করেন, তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন। এই বিষয় বাক্যেতে অক্ষর শব্দে প্রণব, কি পরব্রহ্ম উক্ত হয়েন? এইপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ তাহাকে প্রণবই বোধ হয়, যেহেতু লোকে অক্ষর শব্দে প্রণবই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, এস্থলে অক্ষর শব্দে পরব্রহ্ম উক্ত হয়েন, যেহেতু ইহার পর শ্রুতিতে ঐ অক্ষরেতে সর্ব্বাধারত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কখনই প্রণবের সম্ভব হয় না, এবং সর্ব্ব সংসারধর্ম্ম নিষেধ ও জগৎশাসন কর্তৃত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রণবের সম্ভবে না, অতএব পরব্রহ্মই এ স্থলে অক্ষর শব্দ বাচ্য। ৩।

চতুর্থাধিকরণ

প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রিমাত্র প্রণব দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করিবেক। এ বিষয় বাক্যেতে এইরূপ সংশয় হয় যে,উক্ত ধ্যেয় বস্তু অপর ব্রহ্ম, কি পর ব্রহ্ম? তাহাতে প্রথমতঃ অপর ব্রহ্মকেই ধ্যেয়রূপে স্বীকার করা যায়, যেহেতু তাঁহার ধ্যানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ফল উক্ত হইয়াছে, পরব্রহ্ম ধ্যানে তাহা সম্ভূত নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,উপাসনা দ্বারা যিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনি এই জীব সমষ্টি রূপ ব্রহ্মা হইতে উৎকৃষ্ট পরমাত্মাকে দেখিতে পায়েন, এই শ্রুতিতে বর্ণিত মুক্ত পুরুষের দৃশ্য যে পরমাত্মা তিনিই ঐ বিষয় বাক্যেতে ধ্যেয়

রূপে পরম পুরুষ শব্দে উক্ত হওয়াতে তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা যায়। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরের মধ্যে যে হৃৎপদ্ম আছে, তাহার অভ্যন্তরে দহরাকাশ অবস্থিতি করেন। এই বিষয় বাক্যেতে যে আকাশ শব্দ প্রয়োগ আছে সে কি ভূতাকাশ, কি জীব, কি পরব্রহ্ম? এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ তাহাকে ভূতাকাশ বা জীব বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হয়, যেহেতু আকাশ শব্দ ভূতাকাশেই প্রসিদ্ধ এবং দহর শব্দের অর্থ অল্প ও পরিচ্ছিন্ন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই এস্থলে আকাশ শব্দের বাচ্য হয়েন, যেহেতু ভূতাকাশের সহিত তাহার দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে, সুতরাং ভূতাকাশের দৃষ্টান্ত আর ভূতাকাশে সম্ভব হয় না, এবং অল্প পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন জীবও বৃহৎ পরিমাণ দৃষ্টান্তের যোগ্য হয় না, আর অশেষ জগতের আধারত্ব, সর্ব্বপাপ রাহিত্য, ও জগতের মর্য্যাদা বিধারকত্বও পরব্রহ্ম ব্যতীত সম্ভব হয় না। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদে দহর বিদ্যার পরে প্রজাপতি বিদ্যাতে ইন্দ্র, বিরোচন, ও প্রজাপতির সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, চক্ষুর অন্তর্গত যে পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়

তিনিই আত্মা। এই বিষয় বাক্যেতে যে আত্মশব্দ আছে তাহা জীবাত্মার প্রতিপাদক, কি পরমাত্মার প্রতিপাদক? এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রথমত তাহাকে জীবাত্মার প্রতিপাদকই বোধ হয়, যেহেতু তাঁহারই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা এস্থলে উক্ত হইয়াছে, এ অবস্থাত্রয় ঈশ্বরে সম্ভবে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, এস্থলে আত্মশব্দে পরমাত্মাই গৃহীত হয়েন, যেহেতু উপক্রমেতে এবং উপসংহারেতে তাঁহারই লক্ষণ সকল উক্ত হইয়াছে, আর অবস্থা ত্রয়ও তাঁহাতে শাখা চন্দ্র ন্যায়ে উপলক্ষণ রূপে পরমাত্ম বোধের উপায় স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। ৬।

সপ্তমাধিকরণ

মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ সকলও যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে, তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়া এই সমুদায় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। এই বিষয় বাক্যে উক্ত যে জগৎ প্রকাশক পদার্থ, তাহা কি কোন তেজঃ পদার্থ, কিম্বা চৈতন্য? এইরূপ সংশয়ে প্রথমতঃ অন্য কোন তেজঃপদার্থ বোধ হয়, যেহেতু তাহার সূর্য্যাদি তেজের অভিভাবকত্ব উক্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত বাক্যের বিষয় চৈতন্য বলা যায়, যেহেতু সূর্য্যাদির

অভিভাবক অন্য কোন তেজঃপদার্থ বর্ত্তমান নাই এবং সমুদায় জগতের প্রকাশকত্বও ঈশ্বর চৈতন্য ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অতএব চৈতন্যই উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সিদ্ধ হইল। ৭।

অষ্টমাধিকরণ

কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্লীতে উক্ত হইয়াছে যে, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ হৃদয় পুণ্ডরীকের মধ্যে স্থিতি করেন, তিনি ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমানের নিয়ন্তা। এই বিষয় বাক্যে জীব উক্ত হয়েন,কি পরমাত্মা উক্ত হয়েন? এইরূপ সন্দেহ হইলে প্রথমতঃ জীবকেই উক্ত বোধ হয়, কারণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র অল্প প্রমাণ ও দেহ মধ্যে অবস্থান তাঁহারই সম্ভব হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের নিয়ন্তৃত্ব ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের সম্ভব হয় না অতএব ঈশ্বরই উক্ত বাক্যের বাচ্য হয়েন। হৃদয় পুণ্ডরীকে পরমাত্মার উপলব্ধি হেতু অল্প প্রমাণত্ব ও দেহমধ্যে অবস্থানও তাঁহার অসম্ভব নহে। ৮।

নবমাধিকরণ

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাদিগের মধ্যে যাঁহার ব্রহ্ম জ্ঞান হয় তিনি মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন। এই বিষয় বাক্যেতে এইরূপ সন্দেহ হয় যে, দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে কি না?

তাহাতে প্রথমতঃ বোধ হয় যে, দেবতাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা-
তে অধিকার নাই, কারণ অর্থিত্বাদি যে সকল অধিকার হেতু
তাহা দেবতাতে সঙ্গত নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সি-
দ্ধান্ত এই যে দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় সম্ভাবনা হেতু
তাহার প্রার্থনা করা অসঙ্গত নহে, সুতরাং নির্গুণ বিদ্যাতে
তাহারদিগের অধিকার আছে ইহা সিদ্ধ হইল। ৯।

দশমাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে সম্বর্গবিদ্যাতে উক্ত
হইয়াছে যে জানশ্রুতি নামক কোন ব্যক্তি উপঢৌকন
হস্তে করিয়া তত্ত্ব উপদেশ প্রার্থনায় রৈক্ব নামক গুরুর নি-
কটে গমন করাতে রৈক্ব তাহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন
করিয়াছিলেন। এই বিষয় বাক্যেতে শূদ্রের ব্রহ্ম বিদ্যা-
তে অধিকার আছে কি না? এইরূপ সংশয় হইলে প্রথ-
মতঃ বোধ হয় যে, দেবতাদিগের দৃষ্টান্তে শূদ্রেরও অধি-
কার আছে ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন,
উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের অভাব হেতু শূদ্রদিগের ব্রহ্মবি-
দ্যাতে অধিকার নাই, তবে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রকরণে
শূদ্র বলিয়া জানশ্রুতির যে সম্বোধন আছে, সে কেবল
শোক করিয়া আগমন হেতু যৌগিক শূদ্রশব্দ প্রয়োগ
মাত্র, নতুবা জানশ্রুতি জাতি শূদ্র নহেন, তিনি ক্ষত্রিয়
যেহেতু তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ১০।

একাদশাধিকরণ

কঠোপনিষদের ষষ্ঠ বল্লীতে উক্ত হইয়াছে, এই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়া প্রাণের সত্তাতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রাণ উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক হয়েন, যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি অমৃত হয়েন। এই বিষয় বাক্যেতে যে প্রাণ শব্দ আছে তাহাতে এইরূপ সন্দেহ হয় যে,এই প্রাণ শব্দের বাচ্য বজ্র, যেহেতু এ বাক্যে ভয় হেতু উক্ত হইয়াছে, অথবা প্রাণ শব্দে বায়ু উক্ত হয়,কারণ বায়ু ব্যতীত ব্যাপার হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরই এস্থলে প্রাণশব্দের বাচ্য হয়েন, যেহেতু তাঁহার জ্ঞানে অমৃত ফল উক্ত হইয়াছে। ভয়হেতু ও ব্যাপারও ঈশ্বরেতে অন্তর্যামি রূপে সঙ্গত হয়। ১১।

দ্বাদশাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে প্রজাপতি বিদ্যাতে উক্ত হইয়াছে, সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন জীব তৎকালে ইহ শরীর পরিত্যাগ করিয়া যে পরম জ্যোতি স্বরূপে সম্পন্ন হয় সেই জ্যোতি উত্তম পুরুষ। এই বিষয় বাক্যে এইরূপ সংশয় হয় যে, এই জ্যোতি কি আদিত্য জ্যোতি,কি ব্রহ্ম জ্যোতি ? তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে আদিত্য জ্যোতিই বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, উত্তম পুরুষ শব্দ থাকাতে তাঁহাকে ব্রহ্ম জ্যোতিই বলা যায়, আর সেই জ্যোতির সর্ব্বসাক্ষিত্ব রূপ বিশেষণ থাকাতে তাহা ব্রহ্ম

ব্যতীত অন্যের সম্ভব হয় না, সুতরাং এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মই উক্ত হয়েন। ১২।

ত্রয়োদশাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ নামক কোন পদার্থ নাম ও রূপের নির্ব্বাহক হয়েন, কিন্তু সেই নাম ও রূপ তাঁহা হইতে ভিন্ন হয়, সেই আকাশই ব্রহ্ম এবং প্রত্যগাত্মা হয়েন। এই বিষয় বাক্যে আকাশ শব্দের বাচ্য বিয়ৎ কেন না হয়? এইরূপ সন্দেহে নাম রূপের নির্ব্বাহক রূপে বিয়ৎও এবাক্যে গৃহীত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, নির্ব্বাহক শব্দের অর্থ নিয়ন্তা, তাহা চেতন ব্যতীত অচেতন কখনই হয় না, অতএব এ স্থলে আকাশ শব্দের বাচ্য ব্রহ্মই হয়েন, আর ঐ বাক্যের শেষেতে ব্রহ্ম শব্দ ও আত্ম শব্দ প্রয়োগ থাকাতে ব্রহ্মকেই ঐ বাক্যের বাচ্য রূপে বিশেষ প্রতীত হয়। ১৩।

চতুর্দ্দশাধিকরণ

বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এই বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণ প্রভৃতিতে এবং অন্তঃকরণেতে তাহারদিগের সাক্ষি স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জ্যোতীরূপে ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করেন। এস্থলে বিজ্ঞানময় শব্দে জীব উক্ত হয়েন, কি পরব্রহ্ম কথিত হয়েন? এই

প্রকার সন্দেহে ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রথমতঃ জীবকেই বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া নিশ্চয় হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে পরব্রহ্মই এস্থলে বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন, তবে যে এস্থলে আদ্যন্ত মধ্যে জীবের উক্তি আছে সে কেবল প্রাণাদি হইতে জীবকে পৃথক্ করিয়া পরব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছে, অতএব পরব্রহ্মই এ বাক্যের প্রতিপাদ্য হয়েন। ১৪।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ পাদ

প্রথমাধিকরণ

কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে উক্ত হইয়াছে যে, মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি সমষ্টি হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হয়েন। এই বিষয় বাক্যেতে যে অব্যক্ত শব্দ আছে তাহাতে সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি উক্ত হয়, কি কারণাবস্থাপন্ন এই স্থূলশরীর কথিত হয়? এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ বোধ হয় যে এ স্থলে অব্যক্ত শব্দে সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রধানই কথিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্থূল শরীর অব্যক্ত শব্দের বাচ্য হয়, নতুবা পূর্ব্বাপর শ্রুতির বিরোধ কোন প্রকারে নিবারিত হইতে পারে না, কিন্তু শ্রুতির সমন্বয় করা সমুদায় বেদান্তের তাৎপর্য্য হইয়াছে ।১।

দ্বিতীয়াধিকরণ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রক্ত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণাত্মক যে অজা,সে একই মাত্র। এই বিষয় বাক্যে এইরূপ সন্দেহ হয় যে,এই অজা শব্দের বাচ্য সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রধান,কি ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতি ? তাহাতে প্রথমতঃ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত প্রধানই বোধ হয়, যেহেতু এস্থলে স্মৃতিতে তাহার গুণের সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে,ইহা পূর্ব্বপক্ষ ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,এ স্থলে অজা শব্দে ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্ত প্রকৃতিই উক্ত হয়,যেহেতু শ্রুতিতে ইহার গুণের সাদৃশ্য আছে এবং স্মৃতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রুতি প্রমাণ প্রবল হয়।২

তৃতীয়াধিকরণ

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চ পঞ্চ জন এবং আকাশ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাঁহাকে আমি আত্মা অমৃত এবং ব্রহ্ম বলিয়া মানি,ইহা জানাতেই আমি অমৃত হইয়াছি। এই বিষয় বাক্যেতে যে পঞ্চ পঞ্চ জন শব্দ আছে তাহাতে সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব সকল উক্ত হয়, কি শ্রুতি প্রসিদ্ধ প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং অন্ন উক্ত হয় ? এই প্রকার সন্দেহে প্রথমতঃ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই বোধ হয়,যেহেতু দুইবার পঞ্চ শব্দ থাকাতে পঞ্চ বিংশতি বুঝায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত পঞ্চ পঞ্চ জন শব্দে প্রাণাদি পঞ্চই বুঝায় যেহেতু বাক্যশেষে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৩

চতুর্থাধিকরণ

প্রথমাবধি এ পর্য্যন্ত জগৎ কারণ বিষয়ে যে সকল বেদান্তের সমন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাই এ অধিকরণের বিচার যোগ্য বাক্য। সেই সমন্বয় সকল যুক্ত কি, অযুক্ত? এই প্রকার সন্দেহে প্রথমতঃ তাহা অযুক্ত বোধ হয়, যেহেতু তাহাতে জগৎ উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতি সকলের অনেক বিরোধ আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও জগতের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রুতি সকলের বিরোধ আছে বটে কিন্তু তাহাতে জগৎ স্রষ্টার নির্ণয়ে কোন হানি নাই, যেহেতু জগৎ উৎপত্তিতে বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে, ফলতঃ তাৎপর্য্য বিষয় জগৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্মেতে কোন বিরোধ নাই, অতএব উক্ত বেদান্তের সমন্বয় সকল যে যুক্তি যুক্ত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের উপনিষদে বালাকি নামক এক ব্রাহ্মণ আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করিলে পর, রাজা স্বয়ং তাহা নিরাকরণ পূর্ব্বক কহিয়াছেন, হে বালাকি! তুমি যে সকলকে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করিলে, যিনি তাহারদিগের কর্ত্তা এবং এই সমুদায় যাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকেই জানা কর্ত্তব্য। এই বিষয় বাক্যে জ্ঞেয় পদার্থ কি? এইরূপ সন্দেহ হইলে কর্ম্ম শব্দ থাকাতে প্রথমতঃ প্রাণ বা জীবই

এ বাক্যের প্রতিপাদ্য বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে এ স্থলে কর্ম্ম শব্দের জগদ্বাচিত্বহেতু উক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য জগৎ কর্ত্তা ব্রহ্মই হয়েন, অতএব তাহাকেই জানা কর্ত্তব্য। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করিয়াছেন যে, অরে মৈত্রেয়ি! আত্মারই শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় বাক্যে আত্ম শব্দে জীবাত্মা, কি পরমাত্মা উক্ত হয়েন? এই সন্দেহে প্রথমতঃ জীবাত্মাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেহেতু তাহার পরবাক্যে তাঁহার ভোগ প্রীতি যুক্তত্ব উক্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে ঐ বাক্যের উপক্রম এবং উপসংহারেতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির সাধন আত্মজ্ঞান বর্ণিত থাকাতে তাহার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মই হয়েন। ৬।

সপ্তমাধিকরণ

জগৎ কারণ প্রতিপাদক সমুদায় শ্রুতি বাক্য এ অধিকরণের বিষয়। এই বিষয় বাক্য সকলেতে সন্দেহ হয় যে, ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র হয়েন, কি নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ হয়েন? তাহাতে প্রথমতঃ বোধ

হয় যে,তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র হয়েন, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বিষয়ক আলোচনা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং আলোচনা করা নিমিত্ত ব্যতীত উপাদানের সম্ভব হয় না, যেমন ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে কুলালের মনে ঘটের রূপ আলোচনা হয় কিন্তু মৃত্তিকার তাহা সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে নিমিত্ত কারণ পরব্রহ্মেরই কার্য্য রূপে বহু হওয়া এবং এক ব্রহ্ম জ্ঞানেতেই সমুদায় কার্য্য জ্ঞাত হওয়া শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত থাকাতে তিনি নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই হয়েন ।৭।

অষ্টমাধিকরণ

সমুদায় বেদান্ত শাস্ত্র এ অধিকরণের বিষয়। তাহাতে এমত সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্রুতির কোন কোন স্থানে পরমাণু ও শূন্যাদির জগৎ কারণত্ব উক্ত হইয়াছে, কি পরব্রহ্মেরই প্রতিনিয়ত জগৎ কারণত্ব কথিত আছে ? তাহাতে ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে উদ্দালক ও শ্বেতকেতু সংবাদে বটবীজ কণিকার অন্তর্ভূত মহাবৃক্ষ দৃষ্টান্ত ও শূন্যের জগৎ কারণত্ব বর্ণিত থাকাতে প্রথমতঃ পরমাণু শূন্যাদিরও জগৎ কারণত্ব বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে,এক বিজ্ঞাপন দ্বারা সমদায় জ্ঞাত হওয়া শূন্য কারণমতে সম্ভব হয় না,যেহেতু ঈশ্বর শূন্যের অজন্য,আর বটবীজ কণিকা

দৃষ্টান্তও সূক্ষ্মত্ব হেতু ব্রহ্মেতে সম্ভব হয়, অতএব ব্রহ্মই প্রতি নিয়ত জগৎ কারণ ইহা সিদ্ধ হইল। ৮।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ পাদ।

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদ

প্রথমাধিকরণ

প্রথমাধ্যায়ে পরব্রহ্মেতে শ্রুতি সকলের যে সমন্বয় উক্ত হইয়াছে তাহাই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়। সেই বিষয় বাক্যে এইরূপ সংশয় হয়, যে বস্তু স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত সাংখ্য স্মৃতি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের কেবল অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম নিরূপণে সঙ্কোচ করা কর্ত্তব্য কি না? যদি কর্ত্তব্য না হয় তবে সাংখ স্মৃতি প্রবৃত্তির স্থল থাকে না, আর যদি সঙ্কোচ করা কর্ত্তব্য হয় তবে উভয়েরই স্থল থাকে, অতএব সঙ্কোচ করা কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে সাংখ্য স্মৃতি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের সঙ্কোচ করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু প্রত্যক্ষ বেদ মূলক ব্রহ্ম কারণবাদি মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা অমূলক সাংখ্য স্মৃতি বাধিত হওয়াতে তাহার প্রাবল্য নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের কেবল ধর্ম্ম নিরূপণে সঙ্কোচ না করিয়া ধর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় নিরূপণে তাহার প্রবৃত্তি থাকাই যুক্তি সিদ্ধ। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ

যদিও অমূলক সাংখ্য স্মৃতি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের সঙ্কোচ না হউক কিন্তু যোগ স্মৃতি যে পাতঞ্জল শাস্ত্র তাহাতে উক্ত যে অষ্টাঙ্গ যোগ তাহা প্রত্যক্ষ বেদেতে উপলব্ধ হয় এবং তাহা তত্ত্ব জ্ঞানেরও উপযোগী বটে, অতএব প্রধান কারণ বাদি বেদ মূলক সেই যোগ স্মৃতি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের কেবল অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম নিরূপণে সঙ্কোচ হউক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অষ্টাঙ্গ যোগ প্রতিপাদনেই যোগ স্মৃতির তাৎপর্য্য, অমূলক প্রধান কারণ বাদে তাহার তাৎপর্য্য নহে, তবে কেবল প্রসঙ্গাধীন সাংখ্যোক্ত অমূলক প্রধান কারণবাদ তাহাতে উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের সঙ্কোচ হইতে পারে না। ২।

তৃতীয়াধিকরণ

যদিও সাংখ্য স্মৃতি ও যোগ স্মৃতি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের সঙ্কোচ না হউক কিন্তু তদীয় যুক্তি দ্বারা তাহার বাধ হইতে পারে, যথা চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভূত নহে, যেহেতু এক প্রকার বস্তু হইতে অন্য প্রকার বস্তু উৎপন্ন হয় না যেমন গো হইতে মহিষ হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, এক প্রকার বস্তু হইতে যে অন্য প্রকার বস্তু উৎপন্ন হয় না ইহা সাধারণ নিয়ম নহে, যেহেতু অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকের এবং চে-

তন পুরুষ হইতে অচেতন কেশলোমাদির উৎপত্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, অতএব বেদ নিরপেক্ষ্য উক্ত অপ্রমাণ যুক্তি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের কদাপি বাধ হইতে পারে না। ৩।

চতুর্থাধিকরণ

সাংখ্য যোগ স্মৃতি যুক্তি দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ না হইলেও কাণাদ ও বৌদ্ধদিগের স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা তাহার বাধ হউক, যথা কাণাদ মহর্ষির স্মৃতিতে পরমাণুর জগৎকারণত্ব কথিত আছে এবং তাহাতে তিনি এই প্রকার যুক্তি দিয়া থাকেন যে, যেমন তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয় সেইরূপ সূক্ষ্ম পরিমাণ হইতে সমুদায় স্থূল উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুর অবতার বিশেষ যে বৌদ্ধ তাঁহার স্মৃতিতে অভাবের জগৎকারণত্ব উক্ত আছে এবং তিনি এই যুক্তি দেন যে, যেমন সুষুপ্তির পরে স্বপ্ন হয় তদ্রূপ অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যখন বৈদিক শিরোমণি পুরাণ কর্ত্তাদিগের গ্রাহ্য সাংখ্য যোগ স্মৃতি দৌর্ব্বল্য হেতু পরিত্যাগ করা গিয়াছে, তখন সকলের হেয় কাণাদ প্রভৃতির মত যে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পরিত্যাগ করা যাইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে, আর তাহারদিগের যুক্তিও বিবর্ত্ত কারণ বাদে সম্ভব হয় না, সুতরাং তাহার দ্বারা বেদান্ত সমন্বয়ের বাধ হইতে পারে না। ৪।

পঞ্চমাধিকরণ

শ্রুতি সকলের সমন্বয় সাধন দ্বারা প্রতিপাদিত যে পরব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ভোক্তৃ ভোগ্য ভেদ দ্বারা বাধিত হউক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, একমাত্র বস্তুতে ভেদ ও অভেদ এ উভয় থাকিলে বিরোধ হয় বটে কিন্তু যেমন এক জলেতে তরঙ্গাদি রূপের ভেদ ও সমুদ্ররূপে অভেদ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মেতে ভোক্তৃ ভোগ্য রূপে দ্বৈত এবং ব্রহ্ম স্বরূপে অদ্বৈত স্বীকার করাতে আর কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণ

পূর্ব্বাধিকরণোক্ত ভেদাভেদ যথার্থ পরব্রহ্মের স্বরূপ কি ব্যবহার মাত্র? এই সংশয়ে যেমন সমুদ্র তরঙ্গ বিষয়ে বিরোধের অভাব হেতু যথার্থ ভেদাভেদ স্বীকার করা যায় তদ্রূপ পরব্রহ্মেতেও ভেদাভেদ যথার্থ হউক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি ও যুক্তিতে পরব্রহ্মের ভেদের অভাব উক্ত হইয়াছে সুতরাং তাঁহাতে ভেদ কথন কেবল ব্যবহার মাত্র, আর শ্রুতিতে কার্য্য কারণের অভেদ প্রতিপাদন হেতু পরব্রহ্মের অদ্বৈতত্বই যথার্থ স্বরূপ। অতএব পরব্রহ্মেতে ভেদাভেদ ব্যাবহারিক আর অদ্বিতীয়ত্বই তাত্ত্বিক ইহা সিদ্ধ হইল। ৬।

সপ্তমাধিকরণ

পরমেশ্বর কোন কোন জীবকে বৈরাগ্য না দিয়া তাহার হিত না করেন, কাহাকেও বা অধর্ম্ম দিয়া তাহার অহিত করেন। ফলতঃ জীবের সহিত তাহার অভিন্নতা আছে, সুতরাং তাহাতে আপনারই হিত না করা ও অহিত করা রূপ দোষ তাঁহাতে উপস্থিত হইল, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তিনি জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব এবং আপনার নির্লেপত্ব জানেন অতএব তাঁহাতে কোন দোষ স্পর্শে না। ৭।

অষ্টমাধিকরণ

পরব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয়। অতএব তাহা হইতে এই নানা বিধ আকাশাদির সৃষ্টি সম্ভব হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে দুগ্ধ হইতে দধি হয় তৎ ব্যতীত তাহা হইতে তৈলাদি উৎপন্ন হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও পরব্রহ্ম অদ্বৈত বটেন কিন্তু শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা তাঁহার অবিদ্যা সহায়তা নির্ণয় করা যায়, সেই মায়াসত্ত্বেও তিনি সদ্বিতীয় হয়েন না যেহেতু মায়ার স্বরূপ মিথ্যা। অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও অবিদ্যাকে সহায় করিয়া এই নানা কার্য্যের কারণ হয়েন ইতি। ৮।

নবমাধিকরণ

পূর্ব্বোক্ত সপ্তমাধিকরণে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান অর্থাৎ পরিণামি কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের সমুদায় অংশ পরিণত হইয়া জগৎ হয়, কি একাংশ পরিণত হয়? যদি সমুদায় অংশ পরিণত হয় তাহা হইলে তিনি অনিত্য হয়েন এবং কিঁয়দংশ পরিণত হইলে তিনি সাবয়ব হয়েন অথচ তাহা যুক্ত নহে, অতএব তিনি পরিণামি কারণ নহেন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর মায়া দ্বারা বহু হয়েন অতএব তাঁহার মায়া শক্তি দ্বারা পরিণাম মাত্র বস্তুত তিনি পরিণত হয়েন না, সুতরাং এ প্রকারে তাঁহাকে পরিণামি কারণ বলা যাইতে পারে। ৯।

দশমাধিকরণ

সামান্যত দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐন্দ্রজালিক মায়াবী মাত্রেরই শরীর আছে, অতএব শরীর রহিত পরব্রহ্মের মায়া কি প্রকারে সম্ভব হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, যেমন লৌকিক মায়াবীরা কোন সাধনকে অপেক্ষা না করিয়া প্রত্যক্ষ অদ্ভুত গৃহাদি নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ ঈশ্বর শরীরী না হইলেও তাঁহার মায়াবিত্বের প্রতি বহুতর শ্রুতি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব ঈশ্বর যে অশরিরী মায়াবী তাহাতে কোন সংশয় নাই। ১০।

একাদশাধিকরণ

পরমেশ্বর নিত্য তৃপ্ত আনন্দস্বরূপ হয়েন ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা স্বীকার করিলে নিত্য তৃপ্তির ব্যাঘাত হয় এবং ইচ্ছার অস্বীকার করিলে অবুদ্ধি পূর্ব্বক রচনা করাতে তাঁহার উন্মত্ত তুল্যতা হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন কোন প্রয়োজন ব্যতীত মৃগয়াদি লীলাতে ও নিশ্বাস ব্যবহারেতে এবং ব্যর্থ চেষ্টাতে বুদ্ধিমান্‌দিগেরও প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ নিত্য তৃপ্ত ঈশ্বরও প্রয়োজন ব্যতিরেকে অশেষ জগৎ উৎপন্ন করেন। ১১।

দ্বাদশাধিকরণ

ঈশ্বর দেবতাদিগকে অত্যন্ত সুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ও পশুদিগকে অত্যন্ত দুঃখী করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন এবং মনুষ্যদিগকে মধ্য অবস্থায় সৃজন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাতে বৈষম্য দোষ হয় এবং তিনি এই জগৎকে যে সংহার করেন ইহা অতি গর্হিত কর্ম্ম, অতএব তাহাতে তাঁহার প্রতি নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাণিদিগের স্বকৃত উত্তমাধম মধ্যম কর্ম্মই তাহারদিগের সুখ দুঃখের কারণ, ঈশ্বর তাহাতে নিমিত্ত মাত্র হয়েন, আর ঈশ্বর যে জগৎকে সংহার করেন তাহা জীবদিগের দুঃখ জনক নহে বস্তুত তাহা সুখ জনক; অতএব ঈশ্বরেতে কোন দোষ স্পর্শে না। ১২।

ত্রয়োদশাধিকরণ

যে কারণ কার্য্য রূপে পরিণত হয় তাহার নাম প্রকৃতি, যেমন ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার বিকার ঘট। সেই প্রকৃতিত্ব সগুণ বস্তুতেই দেখা যায়. নির্গুণের তাহা সম্ভব হয় না সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎ প্রকৃতিত্ব না হউক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, যদিও কার্য্যরূপে পরিণত কারণকে প্রকৃতি বলা যায় বটে কিন্তু সেই পরিণাম দুই প্রকার যথা পরিণাম ও বিবর্ত্ত, দুগ্ধ যে দধি হয় তাহাকে পরিণাম বলে এবং রজ্জুকে যে শর্প বোধ হয় তাহার নাম বিবর্ত্ত, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব না হইলেও বিবর্ত্ত রূপে প্রকৃতিত্ব সম্ভব হয়। ১৩।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ

প্রথমাধিকরণ

সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সুখ দুঃখ মোহ ময় প্রধান জগতের কারণ হয়েন, যেহেতু জগতের সমুদায় বস্তুতেই সুখ দুঃখ মোহ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, দেহেন্দ্রিয়াদি বিচিত্রময় এই জগতের সংস্থান বিশেষ অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচনা করা এবং রচনা বিষয়ক প্রবৃত্তি অর্থাৎ যে বিষয় রচনা করিতে হয় পূর্ব্বে তাহার স্বরূপ আলোচনা না করিলে তাহা সুন্দররূপে প্রস্তুত হয় না, তাহাতে সেই আলোচনা প্রবৃত্তি, অচেতন প্রধানের সম্ভব হয় না, সুতরাং সুখ দুঃখেতে তত্তৎ কর্ম্মের কারণত্ব প্রযুক্ত তাহার নিমিত্ত কারণ রূপ ঈশ্বরেতে কোন দোষ হইতে পারে না। ১।

দ্বিতীয়াধিকরণ

চেতন ব্রহ্ম হইতে যে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু কাণাদ মত

সিদ্ধ কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপাদন না করিলে কাণাদ মতানুসারিদিগের প্রতীতি জন্মে না, অতএব তদ্বিষয়ে কাণাদ মত সিদ্ধ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না? এই সংশয়ে শুক্ল তন্তু হইতে শুক্ল পটের উৎপত্তি হেতু তাহাতে আর কোন দৃষ্টান্ত নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, কাণাদ মতে যেমন দুই পরমাণু হইতে এক দ্ব্যণুক এবং তিন দ্ব্যণুক হইতে এক ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, অথচ তাহারদিগের পরিমাণের পরস্পর বিভিন্নতা আছে, তদ্রূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। ২।

তৃতীয়াধিকরণ

কোন বাদির মতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা হয় তখন প্রাণিদিগের অদৃষ্টাধীন পরমাণুতে আদ্য কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পরে দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক হয়, তিন দ্ব্যণুকের যোগে ত্র্যণুক হয়, এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়, অতএব সংযুক্ত পরমাণু সকলই জগতের কারণ, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, তৎকালে অদৃষ্টাধীন পরমাণুতে যে আদ্য কর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহার নিমিত্ত কারণ কি তাহা নির্ণয় না হওয়াতে আদ্য কর্ম্ম সম্ভব হয় না সুতরাং পরমাণুর সংযোগে যে জগৎ উৎপন্ন হয় ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে। ৩।

চতুর্থাধিকরণ

বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ববাদি বৌদ্ধেরা এই জগৎকে দুই সমুদায় রূপে অঙ্গীকার করে, অর্থাৎ বাহ্য সমুদায় পৃথিবী, নদী, সমুদ্রাদি এবং আন্তর সমুদায় অন্তঃকরণাদি; বাহ্য সমুদায়ের কারণ পরমাণু এবং আন্তর সমুদাযের কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, জ্ঞান, সুখ; দুঃখ, নাম এবং সংস্কার; অতএব উক্ত সমুদায় দ্বয়ই অশেষ জগৎ ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে পরমাণু বা শব্দ স্পর্শাদি যে জগৎ উৎপন্ন করে, তাহাতে কোন চৈতন্যের সহায়তা না থাকিলে কখনই প্রতিনিয়ত কার্য্য হইতে পারে না সুতরাং ঈশ্বর ব্যতীত পরমাণু হইতে বা শব্দস্পর্শাদি হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না ॥ ৪ ॥

পঞ্চমাধিকরণ

কোন কোন বৌদ্ধেরা বাহ্যবস্তু স্বীকার না করিয়া কেবল বিজ্ঞান মাত্র অঙ্গীকার করে এবং যেমন স্বপ্নে বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা না করিয়া কেবল বুদ্ধিতেই সকল পদার্থের ব্যবহার হয় তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থাতেও সকল ব্যবহার উপপন্ন হয় এমত স্বীকার করে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে জাগ্রৎ কালে স্বপ্ন পদার্থের বাধ্যমানত্ব হেতু ও জাগ্রৎ পদার্থের কদাপি অবাধ্যমানত্ব প্রযুক্ত এবং বাহ্য পদার্থ সদ্ভাবে উপলব্ধি প্রমাণ হেতু, বিজ্ঞান মাত্রত্ব যুক্ত হয় না ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠাধিকরণ

কোন কোন বৌদ্ধেরা জীব এবং অজীব এই দুই পদার্থ স্বীকার করে; জীব সাবয়ব চেতন ও অজীব ছয় প্রকার অর্থাৎ পর্ব্বতাদি, ইন্দ্রিয়াদি, অবিবেকাদি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি, বন্ধ এবং মোক্ষ; এই সপ্ত পদার্থ সপ্তবিধ বাদির প্রতি সপ্তভঙ্গীরূপ ন্যায় দ্বারা ব্যবস্থাপিত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত সপ্তভঙ্গী রূপ ন্যায় সঙ্গত ন্যায় নহে, যেহেতু তাহাতে এক জীবের সদ্বাদির প্রতি সদ্রূপত্ব ও অসদ্বাদির প্রতি অসদ্রূপত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং জীবেরও সাবয়বত্ব যুক্ত হয় না, কেন না তাহা হইলে তাহার অনিত্যত্ব হয়, অতএব জীবাদি সপ্ত পদার্থ-বাদির মত সঙ্গত নহে ॥ ৬ ॥

সপ্তমাধিকরণ

তার্কিক ও শৈবেরা জগতের প্রতি ঈশ্বরের কেবল নিমিত্ত কারণত্ব স্বীকার করে এবং এই যুক্তি বলে যে যেমন কুম্ভকার দণ্ড চক্র সূত্র সলিলাদি লইয়া ঘটাদি উৎপন্ন করে তদ্রূপ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ মাত্র হয়েন, উপাদান নহেন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যদি ঈশ্বরের কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্রত্ব স্বীকার কর তাহা হইলে ঈশ্বরেতে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ উপস্থিত হয়, তাহাতে যদি তুমি প্রাণি কর্ম্ম সাপেক্ষ্য রূপে বেদ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া

দোষের পরিহার কর তাহা হইলে তুমি যে উপাদানবাদ না মানিয়া কেবল নিমিত্তত্ববাদ স্বীকার কর, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ৭ ॥

অষ্টমাধিকরণ

পঞ্চরাত্র ভগবদুপাসিকেরা বলে, যে এক মাত্র ভগবান্ বাসুদেব জগতের উপাদন এবং নিমিত্ত উভয় কারণ হয়েন, তাঁহার আরাধনাতেই মুক্তি হয়, তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণাখ্য জীব, জীব হইতে প্রদ্যুম্নাখ্য মন, মন হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাঁরদিগকে চারি ব্যূহ বলে, এই চারি ব্যূহ দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব ও তদারাধনাদি শ্রুতির অবিরোধি হেতু স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতে জীবের উৎপত্তি যে উক্ত হইয়াছে তাহা অন্যায্য, যে হেতু তাহা স্বীকার করিলে কৃত নাশাদি দোষ অঙ্গীকার করা হয়, অতএব জীবের উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে ॥৮॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদ

প্রথমাধিকরণ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, এই বিষয় বাক্যেতে যে উৎপন্ন শব্দ উক্ত হইয়াছে তাহা বিহিত নহে, কারণ আকাশ নিত্য পদার্থ, তাহার উৎপত্তি সম্ভব হয় না সুতরাং এস্থলে যে উৎপত্তি শব্দ আছে তাহাকে গুণ-যৌগিক বলা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে আকাশ নিত্য নহে যেহেতু তাহা হইলে এক বস্তু জ্ঞানেতে যে সর্ব্ব বস্তু জ্ঞান হয় তাহার আর স্থল থাকে না, কারণ ঈশ্বরকে জানিলে তাঁহার কার্য্য মাত্রই জানা যায় অন্য বস্তু কি প্রকারে জানা যাইতে পারিবেক ॥১॥

দ্বিতীয়াধিকরণ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পুনর্ব্বার কথিত হইয়াছে যে আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়, এই বিষয় বাক্যে যে উৎ-

পত্তি শ্রুত হইয়াছে ইহাকে গৌণ বলিতে হইবে, কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে সৃষ্টি প্রকরণে কেবল অগ্নি জল অন্নের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে, বৃহদারণ্যকে বায়ুর উৎপত্তি নিষিদ্ধ আছে অতএব বায়ু নিত্য ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ছান্দোগ্যে বায়ুর জন্ম অশ্রুত হইলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত একবাক্যতা হেতু তাহার জন্ম স্বীকার করিতে হয় অতএব বৃহদারণ্যক শ্রুতিকে গৌণ বলা যায় সুতরাং স্বরূপতঃ বায়ু উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, হে প্রিয় শিষ্য! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎ মাত্র বর্ত্তমান ছিলেন, এই বিষয় বাক্যেতে যে সৎ শব্দ আছে সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম জন্মবান্ হয়েন, যে হেতু আকাশাদি সমুদায় কারণই জন্ম বিশিষ্ট দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে সদ্রূপ ব্রহ্ম জন্য নহেন যেহেতু তাঁহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি প্রতীত হইতেছে ॥৩॥

চতুর্থাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে বায়ু হইতে তেজের জন্ম কথিত আছে তাহাতে বায়ুর অনন্তর তেজের

উৎপত্তি এমন অর্থ স্বীকার করিলে কেবল ব্রহ্ম হইতেই তেজ উৎপন্ন ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে উভয় শ্রুতির একবাক্যতা করিয়া দেখিলে ফলতঃ এই অর্থ হয় যে কার্য্য কারণের অভেদ রূপে বায়ুভূত ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয় ॥৪॥

পঞ্চমাধিকরণ

যদিও ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, যেহেতু নিবর্ত্ত্য নিবর্ত্তক রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট অগ্নি ও জল উভয়ের কার্য্য কারণ ভাব হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে পঞ্চীকৃত দৃশ্যমান সেই উভয়ের বিরোধ থাকিলেও অপঞ্চীকৃত তদুভয়ের বিরোধ নাই এবং অধিক উত্তপ্ত হইলে ঘর্ম্মের উৎপত্তি দর্শন হেতু শ্রুতিসিদ্ধ তেজরূপ ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠাধিকরণ

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে জল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, এস্থলে যে অন্ন শব্দ উক্ত আছে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ ধান্য যবাদি শস্য বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, এস্থলে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী, যে হেতু এস্থলে পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টিরই অধিকার এবং তৈত্তি-

রীয় শ্রুতির সহিত একবাক্যতাতেও তাহাই বোধ হয়, আর কার্য্য কারণ রূপ শস্য ও পৃথিবীর অভেদ স্বীকার করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় ॥ ৬ ॥

সপ্তমাধিকরণ

পূর্ব্বোক্ত অধিকরণ সকলেতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যোপাধিক ব্রহ্ম হইতে উত্তরোত্তর কার্য্যের উৎপত্তি রূপ যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা অযুক্ত, যেহেতু ব্রহ্ম নিরপেক্ষ কেবল আকাশাদি হইতে উত্তরোত্তর কার্য্যোৎপত্তি শ্রুতিতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অন্তর্যামি প্রতিপাদক বাক্যেতে আকাশাদির স্বতন্ত্র শক্তি নিবারণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম সাপেক্ষত্ব উক্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম নিরপেক্ষ কেবল অচেতন আকাশাদির ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বত্ত সম্ভবে না সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যোপাধিক ব্রহ্ম হইতে উত্তরোত্তর কার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হইল ॥ ৭ ॥

অষ্টমাধিকরণ

আকাশাদি উৎপত্তির যেরূপ ক্রম উক্ত হইয়াছে লয়েতেও সেইরূপ ক্রম স্বীকার করা যায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে লয় কালে সৃষ্টির বিপরীত ক্রম অঙ্গীকার করিতে হয়; যেহেতু কারণ নাশের পরেতে আর কার্য্যের কিঞ্চিৎ কাল স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পুরা-

েতেও তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন অতএব পৃথিব্যাদি ক্রমে লয় ইহা সিদ্ধ ॥ ৮ ॥

নবমাধিকরণ

মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও জগতের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়, এই শ্রুতিতে আকাশাদির পূর্ব্বে প্রাণাদির উৎপত্তি উক্ত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি সৃষ্টি ক্রম সম্ভবে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে প্রাণ মনঃ প্রভৃতির ভৌতিকত্ব প্রযুক্ত তাহারা আকাশাদি ভূতেরই অন্তর্গত, সুতরাং তাহারদিগের উৎপত্তিক্রম পৃথক্ নহে, অতএব আকাশাদি সৃষ্টিক্রম অসম্ভূত নহে ॥ ৯ ॥

দশমাধিকরণ

স্বরূপত জীবদিগের জন্ম মরণ আছে কি না? এই বিষয়েতে উৎপত্তি ব্যবহার ও জাত কর্ম্মাদি শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রমাণ থাকাতে আপাতত জীবের জন্ম মরণ সম্ভব বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে জীবের জন্ম মরণ স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাগম দোষ হয় এবং উপনিষদে দেহের জন্ম মরণ নিরূপণ করিয়া জীবের তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন অতএব স্বরূপত জীবের জন্ম মরণ নাই ॥ ১০ ॥

একাদশাধিকরণ

সৃষ্টি কালে জীবের উৎপত্তি ব্যতীত সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সম্ভব হয় না এবং শ্রুতিতেও জীবের উৎপত্তি বর্ণিত আছে অতএব কল্পের আদিতে আকাশাদির ন্যায় জীবও উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক জীব হয়েন ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট কথিত আছে অতএব জীব উৎপন্ন না হইলেও অদ্বয় শ্রুতির বিরোধ নাই ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাধিকরণ

নৈয়ায়িক মতে জীব চৈতন্যস্বরূপ নহেন, যেহেতু সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও সমাধি কালে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না, কিন্তু জাগ্রৎ কালে আত্ম মনঃসংযোগে তাঁহার চৈতন্য গুণ জন্মে ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে নৈয়ায়িক মত অত্যন্ত অযুক্ত যেহেতু ব্রহ্মচৈতন্যই জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হয়েন ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে এবং সুষুপ্তি প্রভৃতিতেও চৈতন্যের অভাব হয় না ॥১২॥

ত্রয়োদশাধিকরণ

জীব অণু পরিমাণ হয়েন যেহেতু অণু শব্দ, উৎক্রান্তি, চন্দ্র লোকে গমনাগমন ইত্যাদি গুণ সকল সর্ব্বগত বস্তুর সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে

চৈতন্য প্রতিবিম্ব সহিত বুদ্ধি সর্ব্বগত নহে, সুতরাং তদু-পাধিক জীবের অসর্ব্বগত প্রযুক্ত অণুত্বাদি উপপন্ন হয় কিন্তু স্বরূপতঃ জীব সর্ব্বগত ব্রহ্মের স্বরূপ অতএব তাহার সর্ব্বগত-ত্বই যুক্ত হয় সুতরাং তিনি স্বরূপত অণু পরিমাণ নহেন ।১৩

চতুর্দ্দশাধিকরণ

সাংখ্যেরা বলে, জীব কর্ত্তা নহেন যেহেতু পরিণামিত্ব প্রযুক্ত বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে কিন্তু অসঙ্গ জীবের তাহা সম্ভব হয় না ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে করণ শক্তি বিশিষ্ট বুদ্ধির কদাপি কর্ত্তৃ শক্তি নাই সুতরাং যাগাদি ব্যাপারে, শ্রবণাদি ব্যাপারে ও লৌকিক কৃষি কা-র্য্যাদি ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বের প্রয়োজন হেতু জীবই কর্ত্তা হ-য়েন ।।১৪।।

পঞ্চদশাধিকরণ

পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত যে কর্ত্তৃত্ব তাহা স্বরূপত কি অধ্যস্ত, এই বিষয় বাক্যেতে প্রথমতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বরূ-পতই বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে শ্রুতিতে জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধ হেতু যেমন জবাকুসুম সন্নিধানে স্ফটিকে রক্ত বর্ণের অধ্যাস হয় তদ্রূপ অন্তঃকরণ সন্নিধানে জীবেতে কর্ত্তৃত্বের অধ্যাস স্বীকার করা যায় ব-স্তুত তাহা সত্য নহে ।।১৫।।

ষোড়শাধিকরণ

ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে অনুরাগ ও বিদ্বেষের প্রবর্ত্তকত্ব লোক প্রসিদ্ধ হেতু জীবই ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হউক, কেন না ঈশ্বরকে তাহার প্রবর্ত্তক স্বীকার করিলে বৈষম্য দোষ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মেতে সামান্যত ঈশ্বরের প্রবর্ত্তকত্ব হেতু তাঁহাতে বৈষম্য দোষ হয় না এবং রাগদ্বেষের কারণত্ব থাকিলেও ঈশ্বরের হেতুত্বে কোন হানি নাই, অতএব ঈশ্বরই জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ॥১৬॥

সপ্তদশাধিকরণ

কোন কোন বাক্যেতে জীব ও ঈশ্বরেতে অভেদ প্রতিপাদিত আছে, আর কোন কোন বাক্যে তদুভয়ের ভেদ প্রতিপন্ন করে, ইহাতে পরস্পরের বিরোধ থাকাতে ব্রহ্মবাদিদিগের মতে জগতের ব্যবস্থা থাকে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে যদিও ঈশ্বর ও জীবের বাস্তবিক ভেদ নাই তথাপি ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করিয়া শাস্ত্রে তিন প্রকারে জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোথাও বা জীবকে ঈশ্বরের অংশ রূপে, কোথাও বা অবচ্ছিন্ন রূপে, কোথাও বা আভাস রূপে কল্পনা করিয়াছেন সুতরাং ঔপাধিক ভেদেতে কোন দোষ হইতে পারে না।১৭

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদ।